গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
[কাস্টমস]

স্থায়ী আদেশ নং-৯৩/২০১৯/কাস্টমস/

তারিখঃ ০৬ আষাঢ়, ১৪২৬, বঙ্গাব্দ / ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি।

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত এবং রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইতঃপূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক Customs Act, 1969 এর Section 219(B) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

২। সংজ্ঞা: এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) 'কমিশনার' অর্থ, 'Customs Act, 1969' এর Section-3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২০ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(খ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ Customs Act, 1969 এর Section-3 এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(গ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কমিশনার কর্তৃক কাস্টমস গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা;

(ঘ) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ সকল প্রকার জীবন্ত পশু, পাখি, মাছ, মাছের পোনা, মালাস্কাস, ইস্ট; সকল প্রকার তাজা ফুল, ফল, উদ্ভিদ, খেজুর, তামাক (প্রক্রিয়াজাত নয়); তৈলবীজ, আলু বীজসহ সকল ধরণের বীজ, খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত); ডাল, চিনি, লবণ, বিটলবণ, টেস্টিং সল্ট, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত নয়), প্রক্রিয়াজাত মাংস, হাঁস-মুরগী ও পাখির ডিম, চকলেট, বিস্কুট, চানাচুর, আচার, শুটকি, ফ্রোজেন ও নোনা মাছ, চা-পাতা, কফি, সুপারি, নারিকেল, ঘি, বাটার অয়েল, ফুচকা, চিপস, সেমাই, গুড়, সকল ধরনের বাদাম, নুডলস, সার, কাঁচা চামড়া, পান, মাশরুম, কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ, কাঁচা শাকসবজি, তেঁতুল, তালমিসরী, সয়াবেড়ি ডি, কিসমিস, মেয়াদ উল্লেখ রয়েছে এমন সকল ধরনের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধের কাঁচামাল, এবং সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্য;

(ঙ) 'ধ্বংস' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

(চ) 'নিলাম' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত গোপনীয়, প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক এবং ই-নিলাম (E-Auction) পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ছ) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

(জ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ স্থায়ী আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (ছ) তে বর্ণিত নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) 'নিষ্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ঞ) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ 'Customs Act, 1969' এর Section 156(1) এর টেবিলের কলাম (২) এ বর্ণিত শাস্তির বিধানমতে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য এবং Section-15 ও Section-16 এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Import Export (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 এর

Section 8 এর Sub Section (1), (2) এবং Special Power Act, 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য যা 'Customs Act, 1969' এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং উক্ত সময়ের পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেওয়ার কারণে নিলামযোগ্য এমন পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ট) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৩। আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ চোরাচালান নিরোধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য অফিস চলাকালীন কাস্টমস গুদামে জমা গ্রহণ করবেন। তবে, পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(খ) আটককৃত পণ্য জমা প্রদানের সময় আটককারী সংস্থা কর্তৃক ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্র্যান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ), পরিমাণ, মোয়াদ আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি আর) লিপিবদ্ধ করে আটক প্রতিবেদনে জি আর নাম্বার ও তারিখ উল্লেখ করবেন এবং স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন। উক্ত স্বাক্ষরিত আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য এবং 'Customs Act, 1969' এ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত অখালাসকৃত নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

৪। আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। উক্তরূপে জমা প্রদান সম্ভব না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আইন ও বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় শাখা বা প্রধান শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংক শাখায় জমাদানের পূর্বে এ জাতীয় পণ্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যবান ধাতু কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের পূর্বে ধাতু যাচাইকারী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরণ (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদামে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে শনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়।

৫। আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান:

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য 'Customs Act, 1969' এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে খালাস নেওয়া বা রপ্তানি করা না হলে উক্ত পণ্য নিলামের পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পণ্য খালাস নেওয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবীদার থাকলে উক্ত দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। সময়ক্ষেপণ এড়ানোর জন্য এ নোটিস ডাক বা কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও ইমেইল অথবা ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে পত্রের কপি সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কে প্রদান করা যাবে। আন-মেনিফেস্টেড পণ্যচালানের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট বা বাহক বরাবরে এবং পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের

নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে। উক্ত নোটিসের কপি সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক (যদি থাকে) এবং সিএন্ডএফ এজেন্ট (যদি থাকে) প্রেরণ করতে হবে। তবে, পঁচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ জারির বিধান শিথিলযোগ্য হবে।

৬। নিলাম কমিটি:

এডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার এক বা একাধিক নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং গুদাম কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) না থাকলে এতদউদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা/সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সদস্য সচিব হবেন।

৭। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি:

(১) নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(ক) নিলামের যোগ্যতা:

(i) উপ-অনুচ্ছেদ ৭(২) ও ৭(৩) তে বর্ণিত নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি এবং ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যতীত আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সকল পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন বা কূটনীতিক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ii) আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iii) অবাধে আমদানিযোগ্য শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iv) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবি কর্তৃক গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(v) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতা তাঁত বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি বর্ণিত সময়ের মধ্যে উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(vi) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে 'Customs Act, 1969' এর Section 156 এর Sub-section (3) ও Sub-section (4) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(খ) নিলাম পদ্ধতি:

(অ) পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে: নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পরপরই প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে পর্যাপ্ত মাইকিং করতে হবে। নিলামযোগ্য পণ্যের বাজারমূল্য বিবেচনাপূর্বক নিলাম কমিটি পণ্যের আনুমানিক মূল্যের কমপক্ষে ১০% মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ অগ্রিম জামানত হিসেবে নির্ধারণ করবেন যা জামানত হিসেবে নগদে/পে-অর্ডার বা অন্য কোন মাধ্যমে নিলাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রি করতে হবে।

(আ) অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে: অপচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে গোপনীয় (E-Auction সহ) নিলাম পদ্ধতিতে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে-

(i) **নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণ:** আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান 'Customs Act, 1969' দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস নেওয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন করা না হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। একইসাথে, 'Customs Act, 1969' দ্বারা নির্ধারিত সময় (২১/৩০ দিন যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ASYCUDA World System এ সংশ্লিষ্ট বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/ রেলওয়ে রিসিপ্ট, এবং বিল অব এন্ট্রি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং আইজিএম স্বয়ংক্রীয়ভাবে Blocked/ Flagged হয়ে যাবে। এভাবে ASYCUDA World System এ প্রয়োজনীয় সংযোজনী আনতে হবে এবং পরবর্তীতে ASYCUDA World System থেকে Blocked/ Flagged বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/ রেলওয়ে রিসিপ্ট, এবং বিল অব এন্ট্রি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর তালিকা তৈরি করে নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করবে। অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা পাওয়ার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেওয়ার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সকল পণ্য ১০০% কায়িক পরীক্ষণ সাপেক্ষে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। চোরাচালানের অভিযোগে পণ্যচালান আটকের ৩০ দিনের মধ্যে কোন দাবিদার না পাওয়া গেলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে। পূর্বের ৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন একাধিক লটের পণ্যচালান একত্র করে অথবা পূর্বে আয়োজিত একাধিক নিলামে বিক্রি হয়নি এমন লটকে বর্তমান লটের সাথে একত্র করে একটি মেগালট তৈরি করা যাবে।

(ii) **লটভুক্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রি:** লটভুক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার অথবা এতদউদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত দপ্তরে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসারদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক ইনভেন্ট্রি টিম গঠন করবেন। উক্ত টিম কোন সময়ে পণ্যচালান পরীক্ষণ করবেন তা পরীক্ষণের পূর্বেই, প্রয়োজনে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টিম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি-পরীক্ষা (Cross-Check) করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টিমের সদস্য ও বন্দরের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) অথবা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। কোন পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) বা এতদ্উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত গুদাম রেজিস্টার (জি.আর) এর বর্ণনাই ইনভেন্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক লটভুক্ত করতে হবে। তবে, পণ্য গ্রহণের পর কোন কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

(iii) **ক্যাটালগ তৈরি:** ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলামের ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলামকারী নির্ভুল ক্যাটালগ তৈরি করবেন। কোন লটের পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা আমদানি নীতি আদেশের কোন শর্ত পরিপালনের বিধান থাকলে তা ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) ব্যবহার করতে হবে। অনলাইন

নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য পণ্যের ছবি (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) এ Upload করতে হবে।

(iv) দরদাতার যোগ্যতা: দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূসক নিবন্ধন, হালনাগাদ টি আই এন সনদপত্র থাকতে হবে। তবে, ব্যক্তি শ্রেণির দরদাতার ক্ষেত্রে কেবল জাতীয় পরিচয়পত্রই গ্রহণযোগ্য হবে।

(v) সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ: নিলামযোগ্য পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার নিলাম কমিটির আহ্বায়কের নেতৃত্বে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করবেন। নিলাম কমিটির একাধিক সদস্য ও শুল্কায়ন গ্রুপের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা অথবা এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তা এর সদস্য হবেন। আমদানিকৃত পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে কেবল পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই পণ্যের গুণগত মান বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত অবচয় সুবিধা প্রদান করতে হবে। তবে শুল্ক-কর হিসাবের সময় এস.আর.ও. এর আওতায় রেয়াতি হারে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি বিবেচনাযোগ্য হবে না। মেগালট সৃষ্টির সময় পূর্ববর্তী তিনটি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর একাধিক সদস্য কর্তৃক পণ্যগুলো সরেজমিনে দেখে এর গুণগত মান বিবেচনায় যথাযথ পরিমাণ অবচয় প্রদান করা যাবে; তবে এক্ষেত্রে পণ্যসমূহের রঙিন ছবি সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য দরপত্র আহ্বানের সময়ই প্রকাশ করতে হবে।

(vi) নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচার: নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নির্দেশক্রমে নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭(সাত) কার্যদিবস পূর্বে ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিকে এবং ১ (এক) টি স্থানীয় দৈনিকে নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া কাস্টমস স্টেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও (যদি থাকে) বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখ, ক্যাটালগ প্রদানের তারিখ ও ক্যাটালগের মূল্য, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ ও সময়, জামানতের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখের কমপক্ষে ২ (দুই) কার্যদিবস আগে হতে হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর উক্ত বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিলামকারী উপস্থাপন করবেন।

(vii) নিলামযোগ্য পণ্যের জামানতের পরিমাণ: দরপত্রে দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) দরপত্রের জামানত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত জামানত দরপত্র দাখিলের সময় পে-অর্ডার বা বা অন্য কোন মাধ্যমে জমা দিতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে।

(viii) নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে নিলামকারী নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সহযোগিতায় আগ্রহী ক্রেতাদের লটভুক্ত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(ix) নিলাম অনুষ্ঠান: নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ওয়েবসাইট (www.bangladeshcustoms.gov.bd) এ উল্লিখিত ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction Software) ব্যবহারপূর্বক অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জামানতসহ দরপত্র দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস ছাড়াও নিকটস্থ একাধিক সরকারি অফিসে নিলাম বাক্স স্থাপন করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাক্স স্থাপনের আবশ্যকতা নেই। দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় শেষে দ্রুততর সময়ে নিলামকারী নিজ দায়িত্বে সকল নিলাম বাক্স সিলগালা করে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট আনবেন। অতঃপর নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে প্রতিটি বাক্স খুলতে হবে। প্রতিটি লটের বিপরীতে প্রাপ্ত দরমূল্য সাজিয়ে একটি শিট তৈরি করতে হবে। উক্ত শিটে উপস্থিত নিলাম অংশগ্রহণকারী, এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা এবং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করবেন। অনলাইনে নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত দরমূল্য শিটে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত নিলামে অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(x) **নিলাম কমিটির সুপারিশ:** নিলাম কমিটি সংরক্ষিত মূল্য ও প্রাপ্ত দরমূল্য যাচাই করে নিলাম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কমিশনারের নিকট সুপারিশ করবেন। প্রথম নিলামে কোন লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের কমপক্ষে ৬০% দরপত্র মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% দরপত্র মূল্য পাওয়া না গেলে ৬০% এর নিচে উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দরদাতাকে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে কমপক্ষে ৬০% মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের সময়সীমা প্রদানপূর্বক নিলাম কমিটির আহ্বায়ক লিখিত অফার প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% মূল্যের অফার পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% দরপত্র মূল্য না পাওয়া গেলে তা দ্বিতীয় নিলামে তুলতে হবে। দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া গেলে প্রথম নিলামের ন্যায় অফার প্রদান করে দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি দর পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির সুপারিশ করা যাবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রি না হলে তা তৃতীয় নিলামে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় নিলামে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যেই সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটির বিবেচনায় যথাযথ বিবেচিত হলে মেগালট সৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তী নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা যাবে। কমিশনার নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করতে অথবা আইনানুগ অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য খালাসের পূর্বে কোন রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সে সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য খালাসযোগ্য হবে মর্মে সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে।

(xi) **বিক্রয় অনুমোদন:** নিলাম কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় কমিশনার নিলাম-বিক্রয় অনুমোদন করবেন অথবা আইনানুগ ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলাম অনুষ্ঠানের ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিক্রয় অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে নিলাম অনুমোদন সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরও ০৫(পাঁচ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(xii) **অনুমোদিত লট অবহিতকরণ:** কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত লটসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে। একই সাথে উক্ত তালিকা কাস্টম হাউস/ কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। অনলাইনে নিলামের ক্ষেত্রে ই-মেইলের মাধ্যমে নিলাম বিজয়ীকে জানাতে হবে।

(xiii) **নিলাম স্থগিতকরণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে পণ্য পরিদর্শন সম্ভব না হলে কিংবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে নিলাম স্থগিত করা যাবে। নিলামের ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। তবে, সরকারি কোন দপ্তর হতে কোন অনাপত্তি বা No Objection Certificate (NOC) সংগ্রহে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হলে সেক্ষেত্রে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট ন্যায়নির্ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ন্যায় নির্ণয়ন ব্যতিরেকে পণ্যচালান খালাসের অনুমতি দিতে পারবেন। তবে, পণ্যচালান ক্যাটালগভুক্ত হলে আমদানিকারকের অনুকূলে খালাস প্রদান করা যাবে না।

(xiv) **অনুমোদিত লটের পণ্য হস্তান্তর:** অনুমোদিত লটসমূহের বিক্রয় অনুমোদন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ১২ (বার) কার্যদিবসের মধ্যে নিলাম বিজয়ীকে মূল্য পরিশোধপূর্বক (প্রযোজ্য হারে অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম মূসকসহ) সংশ্লিষ্ট পণ্য খালাস গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সময়ের জন্য নিলামে বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে না। তবে কোন যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নিলাম ক্রেতার আবেদনের (বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ) পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অতিরিক্ত ০৭ (সাত) দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে নিলামক্রেতার আবেদন (যুক্তি উল্লেখসহ) বিবেচনায় কমিশনার অতিরিক্ত ২২ (বাইশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বর্ধিত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে। কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও নিলামক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করলে বিক্রয় অনুমোদন বাতিল করে নিলামক্রেতার জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং উক্ত লটের পণ্য পুনরায় নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

(xv) চার্জ পরিশোধ:

(১) নিলামে প্রাপ্ত অর্থ 'Customs Act, 1969' এর Section- 201 এর বিধান অনুসরণে বণ্টিত হবে;

(২) পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ হিসেবে কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে নিলামে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ২০% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা যাবে;

(৩) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে নিলামকারীকে কমিশন প্রদান করতে হবে।

(xvi) নিলাম কার্যক্রম বিঘ্নিত করার শাস্তি:

কোন নিলামক্রেতা বা কোন ব্যক্তি নিলাম কার্যক্রমে কোন প্রকার বাধা প্রদান করলে বা নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন নিলামক্রেতাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে এবং তা প্রমাণিত হলে উক্ত নিলামক্রেতা বা ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে কাস্টমসের সকল নিলামে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হবে। এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিলাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিলামকারীর কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা যাবে।

(২) নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি:

(ক) চোরাচালানের দায়ে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সূতী/সিনথেটিক/সিল্ক/কৃত্রিম আঁশের শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে জমা দিতে হবে।

(খ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবির নিকট নির্ধারিত দাম ও পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে।

(গ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতার রিজার্ভ মূল্যসহ তালিকা তাঁত বোর্ডকে সরবরাহ করতে হবে। উক্ত সুতা তাঁত বোর্ড আগ্রহী নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতিসমূহের মধ্যে বরাদ্দ করবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিজার্ভ মূল্যের (সংরক্ষিত মূল্য) ন্যূনতম ৬০% মূল্য প্রদানপূর্বক সুতা উত্তোলন করবে। তবে বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুতা উত্তোলন না করলে; অথবা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের ১৫ দিনের মধ্যে গ্রহণ না করলে উক্ত সুতা নিলামে বিক্রয়যোগ্য হবে।

(ঘ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু, দেশি/বিদেশি মুদ্রা যথাযথ পদ্ধতিতে সাময়িকভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারিতে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

(ঙ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অথবা সরকারি যথাযথ সংস্থাকে হস্তান্তর করতে হবে।

(চ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত কিংবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

(ছ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; অথবা ডিপ্লোমেটিক বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এর নিকট উপযুক্ত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

(জ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রত্নসম্পদাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘর অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে।

(ঝ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত অন্যান্য পণ্য অথবা প্রাণীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক পণ্য বা প্রাণী বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে হস্তান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৩) ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(ক) ধ্বংসযোগ্য পণ্য: নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে-

(i) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অথবা মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমিতপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব না হলে;

(ii) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নিকট বিক্রয় সম্ভব না হলে;

(iii) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলাম বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে।

(খ) ধ্বংস কমিটি: দফা (ক) এ বর্ণিত ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো-

ক্র. নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে অবস্থান
(১)	কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এর জয়েন্ট কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
(২)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	পুলিশ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সহকারী পুলিশ সুপার/সমপদমর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ/ সিভিল এভিয়েশন/বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	বিজিবি/কোস্ট গার্ড/ পরিবেশ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৬)	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৭)	অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম)	সদস্য সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির আহবায়ক পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) ধ্বংস পদ্ধতি: সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নিলাম শাখা অথবা নিলাম কমিটি ধ্বংসযোগ্য মালামালের একটি তালিকা প্রণয়ন করবে। তালিকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, ব্র্যান্ড, মডেল, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর, তৈরীসন, তৈরীদেশ, মূল্য ইত্যাদি তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ তালিকার প্রতিটি পাতায় নামীয় সিলসহ স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত তালিকাটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অতঃপর ধ্বংস কমিটির আহ্বায়ক ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে ধ্বংস কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়ে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি ও ধ্বংস পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসকালে কমিটির কোন সদস্য উপস্থিত না থাকলে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসের পর পণ্যের তালিকাটি ধ্বংস কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং ধ্বংস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর দাখিল করবেন।

৮। এই আদেশ মোতাবেক নিয়মিতভাবে নিলাম এবং ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিলাম শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

20.05.19

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য
কাস্টমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

স্থায়ী আদেশ নং-৯৩/২০১৯/কাস্টমস

তারিখঃ ০৬ আষাঢ়, ১৪২৬, বঙ্গাব্দ
২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ:

(১) সদস্য (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(২) প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
(৩) কমিশনার/মহাপরিচালক (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ।
(৪) মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা/ সিআইসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৫) সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে আলোচ্য স্থায়ী আদেশটি NBR ও কাস্টমসের ওসেবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
(৬) প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৭) উপ-পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা (তাঁকে বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)

২০/০৬/১৯

(মোঃ তারেক মাহমুদ)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)